গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৩ আগস্ট, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

৫ই আগস্ট মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে

কলকাতায় বিশাল জনসমাবেশ

৪ আগস্ট সকাল থেকে কলকাতায় বৃষ্টি শুরু। চলল পরের দিনও। কখনও প্রবল, কখনও অল্প। জেলাগুলিতে বৃষ্টির প্রকোপ বেশি। এই আবহাওয়া খোলা আকাশের নিচে জনসভার পক্ষে একেবারেই অনুকূল নয়। কিন্তু ৫ আগস্ট মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস, যতই দুর্যোগ হোক, এদিন জনসভা করতেই হবে। কিন্তু এই বর্ষা ঠেলে গ্রাম থেকে গরিব চাষী-মজুররা, শিল্পাঞ্চল থেকে শ্রমিকরা, ছাত্র-যুব-মহিলারা কী পারবেন আসতে ? বিশেষ করে অনাবৃষ্টির পর প্রথম বর্ষায় চাষীর পক্ষে মাঠ ছেড়ে আসা যখন খুবই কঠিন। দেখা গেল, ওঁরা কেবল এলেনই না, দলে দলে হাজারে হাজারে এলেন। এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক স্মৃতির উদ্দেশে অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা উজাড় করে দিলেন। তাঁরই শিক্ষায় ও প্রদর্শিত পথে নতুন করে সংগ্রামের শপথ নিলেন।

৫ আগস্ট বিকালে কলকাতার রানি রাসমণি রোডে আক্ষরিক অর্থেই তিল ধারণের স্থান ছিলনা। এ মাথা থেকে ও মাথা — যতদূর দেখা যায়, শুধু মানুষ। দু'পাশের ফুটপাথে মানুষের ঠাসা ভিড় যেন রেলিং ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। মঞ্চের দু'পাশে মানুষের জমায়েত ক্রমাগত বাড়ছিল, একসময় তা মঞ্চের পিছন পর্যন্ত চলে যায়। সুশৃঙ্খল এই জমায়েতে আগাগোড়াই ছিল শোনার মন, জানার আগ্রহ।

"তুমি ভারতের নব যুগ আশা/শিবদাস ঘোষ তুমি সুমহান" — এই সঙ্গীত শুরু হতেই শ্রদ্ধায় উঠে দাঁড়ালেন সমবেত সকল মানুষ। তখন লাল পতাকা হাতে তৈরি কিশোরবাহিনী কমসোমল-এর ছোট ছোট সদস্যরা। প্যারেড করে তারা গার্ড অফ অনার জানাল প্রয়াত মহান নেতার প্রতি। মঞ্চে উপস্থিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ একই সাথে লাল সেলাম জানালেন। সভার সভাপতি কমরেড মানিক মুখার্জী ও প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষ ছাড়াও মঞ্চে ছিলেন কমরেডস অনিল সেন, সুকোমল দাশগুপ্ত, ইয়াকুব পৈলান, সুনীল মুখার্জী, গোপাল কুণ্ডু প্রমুখ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

সভাপতির ভাষণে, দলের সেন্ট্রাল স্টাফ, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলন সার্থক করতে হলে এ যুগে যাঁর চিন্তাকে পাথেয় করতে হবে, তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষ। এজন্যই প্রতি বছর ৫ই আগস্ট, তাঁর প্রয়াণ দিবসে, তাঁর জীবনসংগ্রাম ও শিক্ষার ভিত্তিতে নিজেদের জীবনসংগ্রামকে তীব্রতর করার শপথ আমরা গ্রহণ করি।

প্রধান বক্তার ভাষণে, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, প্রতিবছর ৫ই আগস্ট আসে, আমাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখে, কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষাগুলিকে আমরা কতদূর নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে পেরেছি, তাঁর পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার পথে আমরা কতটা এগোতে পেরেছি।

তিনি বলেন, আজ কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএম সকলেই বলছে, তাদের শাসনে বিরাট উন্নয়ন হচ্ছে। একটা দেশের উন্নয়ন বলতে বোঝায় — কর্মসংস্থান বাড়ছে, ছাঁটাই বন্ধ হচ্ছে, কর্মচ্যুত শ্রমিক কাজ পাচ্ছে, জমি থেকে চাষীদের উচ্ছেদ বন্ধ হচ্ছে, শিক্ষার দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম কমছে, বন্যা-খরার মতো বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশবাসীকে সরকার রক্ষা করছে। এগুলো হলেই বলা যায় যথার্থ সংস্কার হচ্ছে, উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে কি এগুলো হচ্ছে ? না, বরং উল্টে দেখা যাচ্ছে, দেশে কোটি কোটি বেকার, কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, মজুরি কমছে, লক্ষ লক্ষ চাষী জমিচ্যুত হয়ে দেশ-দেশান্তরে কাজের আশায় ঘুরছে। শীতে-গরমে-বন্যায়-খরায় প্রতিবছর শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে, ঋণের দায়ে হাজার হাজার চাষী আত্মহত্যা করছে, অপুষ্টি-অনাহারে শিশুরা মারা যাচ্ছে। আমরা দেখছি, দেশে লক্ষ লক্ষ মা-বোন পেটের জ্বালায় দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে, এদের মধ্যে কয়েক লক্ষ হচ্ছে শিশু কন্যা। এই হচ্ছে দেশের 'আর্থিক সংস্কার' ও 'উন্নয়নে'র ছবি। তবে উন্নয়ন কি কারোরই হচ্ছে না ?

পাঁচের পাতায় দেখুন

৫ই আগস্ট সল্টলেক কমিউনে মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে লাল সেলাম জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী

৫ই আগস্ট রানি রাসমণি রোডের সমাবেশে মহান নেতার প্রতি গার্ড-অব-অনার জানাচ্ছে কমসোমলের সদস্যরা

নৈহাটি জুটমিল শ্রমিকদের আন্দোলনের জয়

ওরা সদম্ভে বলেছিল — 'আমরা যা করব, তা-ই হবে।' শ্রমিকদের ওরা জানানোরও প্রয়োজন মনে করেনি। ওরা মানে নৈহাটি জুট মিলের আটটি স্বীকৃত ইউনিয়ন — যেগুলির নেতৃত্বে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে সিটু, আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি। এই আটটি ইউনিয়ন গোপনে জুটমিল ম্যানেজমেন্টের সাথে চক্রান্ত করে ঠিক করেছিল যে, সারা মিলে মজদুরদের স্থায়ী কাজগুলি কন্ট্রাক্টরদের হাতে তুলে দেবে, স্প্রেডার মেশিন বসিয়ে সমস্ত মহিলা শ্রমিকদের বদলি করা হবে — যা প্রকারান্তরে ছাঁটাইয়ের নামান্তর মাত্র, ড্রয়িং সেকশানে কাজের বোঝা বাড়িয়ে লোক কমানো হবে এবং এভাবে প্রায় চারশ' শ্রমিকের জায়গা সংকোচন করে কন্ট্রাক্টপ্রথার মাধ্যমে তা চালানো হবে। গত ৯ জুলাই ম্যানেজমেন্ট এসব বিষয়গুলি কার্যকর করতে যায়। এর আগে থেকেই ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, মালিক ও তাঁর তাঁবেদার ইউনিয়নগুলির এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গেট মিটিং, পোস্টারিং, গ্রুপ বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে একে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানায় এবং প্রতিবাদের ঝড় তোলে। ফলে ৯ জুলাই ব্যাচিং ও প্রিপেয়ারিং ডিপার্টমেন্টের শ্রমিকরা এর প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে দিয়ে

তিনের পাতায় দেখুন

এম এস এস-এর উদ্যোগে

বর্ধমানে প্রতিবাদ সভা

রাজ্য সরকারের মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া, জীবনশৈলী শিক্ষার নামে যৌনশিক্ষা চালু করা, বিজ্ঞাপনে নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শন ইত্যাদির প্রতিবাদে ১২ জুলাই মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের (এম এস এস) বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে দুর্গাপুর কোর্ট চত্বরে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যৌনশিক্ষা চালুর প্রতিবাদে বহু মানুষ এগিয়ে এসে স্বাক্ষর দেন। পথসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সভানেত্রী কমরেড শ্যামলী মুখার্জী, কমরেড কল্পনা ব্যানার্জী, এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুনীল পুরকাইত।

২৭ জুলাই আসাম রাইফেলসের জওয়ানদের দ্বারা মণিপুরে থংজম মনোরমাকে অপহরণ, ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে এম এস এস লাউদোহা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে সরপি মোড়ে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দোষী জওয়ানদের উপযুক্ত শাস্তি, সেনাবাহিনীর 'বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৫৮' প্রত্যাহার সহ বিভিন্ন দাবিতে বক্তব্য রাখেন সম্পাদিকা কমরেড প্রভাতী গোস্বামী, কমরেড শ্যামলী মুখার্জী ও অন্যান্যরা।

এম এস এস বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে এক স্টাডি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় ২৫ জুলাই। 'মার্কসবাদ ও মানবসমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে' বইটির ওপর আলোচনায় উপস্থিত প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ক্লাস পরিচালনা করেন এস ইউ সি আইয়ের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল কুণ্ডু।

খেলার মাঠ বাঁচাতে শিবপুরের মানুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

প্রোমোটারদের গ্রাস থেকে হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলের একটি খেলার মাঠ বাঁচাতে এলাকার নাগরিকেরা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। হাওড়া জুটমিল কর্তৃপক্ষ বেআইনিভাবে মাঠটিকে প্রোমোটারের হাতে তুলে দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা লুটে নিচ্ছে। এরই বিরুদ্ধে গত ২৫ জুলাই পি এম বস্তি বাড়িওয়ালা অ্যাসোসিয়েশন এবং ময়দান বাঁচাও কমিটির যৌথ উদ্যোগে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে মজহারুল হক ও আনোয়ার আজিজ মাঠ রক্ষার্থে আন্দোলনের কর্মসূচি সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করেন। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন এস ইউ সি আই হাওড়া লোকাল কমিটির সম্পাদক ও ময়দান বাঁচাও আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক কমরেড সৌমিত্র সেনগুপ্ত। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রবীণ চিকিৎসক এবং মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য কমিটির সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ দত্ত, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র নেতা অলক ঘোষ, আইনজীবী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুসলিম ইনস্টিটিউটের সম্পাদক সুলেমান খুরশিদ। এছাড়াও সিপিএম, পিডিএস, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকেও বক্তব্য রাখা হয়। এলাকার চার শতাধিক মানুষ এই কনভেনশনে সামিল হয়েছিলেন। কনভেনশন থেকে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর পদযাত্রা ও জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ইতিপূর্বে ৫ জুন বিশ্বপরিবেশ দিবসে দশ সহস্রাধিক মানুষ মাঠটিকে ঘিরে মানব বন্ধন রচনা করেছিলেন এবং ২২ জুন প্রায় ৪০০০ শিশু ও শিক্ষক ঐ মাঠ রক্ষার্থে ডি এস পি-র কাছে দাবিপত্র পেশ করেছিলেন।

নারীদের নিরাপত্তার দাবিতে

বালুরঘাটে এম এস এস-এর আন্দোলন

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরে স্কুল ছাত্র-ছাত্রী অপহরণ, ইভটিজিং, নারী-ধর্ষণ, শিশু ধর্ষণের মত ঘটনা ভয়াবহভাবে বেড়ে যাওয়ায় নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বালুরঘাট শাখা শহরে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে তুলতে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নাগরিকদের সংঘবদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়। নাগরিক প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও নাগরিকদের গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে ২৬ জুলাই দেড় শতাধিক মহিলা মিছিল করে জেলাশাসক অফিসে যান এবং এক প্রতিনিধি দল গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি জেলাশাসককে দেন। জেলাশাসক প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেন শহরের সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন। শহরের নাগরিকদের সংঘবদ্ধ হয়ে সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শহরে একটি নাগরিক কমিটি গড়ে তোলার প্রস্তাবে উপস্থিত নাগরিকরা সহমত পোষণ করেন। সমগ্র কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ কৃষ্ণা মহন্ত, স্বপ্না মোদক, নন্দা সাহা, বাবলি বসাক, কাকলি মহন্ত ও নমিতা মহন্ত।

পুরুলিয়ার দীঘায়

আঞ্চলিক ছাত্র সম্মেলন

সরকারি নীতির ফলে শিক্ষায় অস্বাভাবিক হারে ব্যয়বৃদ্ধি সারা দেশের মতোই খরা-ক্লিষ্ট দরিদ্র জেলা পুরুলিয়ার ছাত্র-ছাত্রীদেরও ব্যাপকভাবে শিক্ষার অঙ্গন থেকে বিতাড়িত করছে। এরই প্রতিবাদে এবং মাধ্যমিক পাশ সকল ছাত্রের ভর্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে গত ২৫ জুলাই দীঘা গ্রামে এআইডিএসও'র আহ্বানে আঞ্চলিক ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষক পশুপতি রায়। বক্তব্য রাখেন এ আই ডি এস ও পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক কমরেড পরীক্ষিৎ গরাঁই ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ ঘোষ। এলাকার 'স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণ' এবং 'শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি ও ডোনেশানের' প্রতিবাদে দু'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কমরেডস্ নির্মল বাউরীকে সভাপতি, ফাল্গুনী রায়কে সহ-সভাপতি এবং আনন্দ পরামানিককে সম্পাদক করে ডি এস ও'র দীঘা আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

নব নির্বাচিত কমিটির সদস্যদের কাছে এস ইউ সি আই দলের প্রবীণ সংগঠক কমরেড রামপ্রসাদ রাউথ — নিজেদের বড় মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সংগ্রামে লিপ্ত হবার আবেদন জানান।

সরকারি সাহায্যের চাল চুরি — শাস্তির দাবিতে আন্দোলন

জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানি গ্রামসভায় নির্বাচিত এস ইউ সি আই প্রতিনিধি কমরেড নাসিরুদ্দিনের তৎপরতায় 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্পের ৩০৬ কুইন্টাল চাল চুরির লজ্জাজনক ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয়। চাল চুরির দায়ে অভিযুক্ত তৃণমূল প্রধান অভিযোগ করেছেন পূর্বতন সিপিএম প্রধান এজন্য দায়ী, কারণ ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় মজুত চালের পরিমাণ ও লিখিত হিসাবে গরমিল ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তিনবার নির্বাচিত এস ইউ সি আই প্রার্থী নাসিরুদ্দিনকে হারাবার জন্য বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএম বোঝাপড়া করে তাঁর বিরুদ্ধে শুধু সিপিএম প্রার্থীকে দাঁড় করায়।

চাল চুরির ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে ১৩ জুলাই এস ইউ সি আই বিশাল মিছিল ও পথসভা করে। এলাকার গরিব মানুষ চুরির বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানান। ১৪ জুলাই কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন (কে কে এম এস) বিডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও ডেপুটেশন দেয়। বিডিও সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

২৫ জুলাই ডি ওয়াই ও'র কলকাতা জেলা রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী। বাঁদিকে উপবিষ্ট রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী ও ডাইনে ডি ওয়াই ও জেলা নেতৃবৃন্দ।

২৪ কিস্তির পরিবর্তে ৬০ কিস্তিতে বকেয়া দেওয়ার নির্দেশ ধাপ্পার নয়া রূপ

"রাজ্য সরকার ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করে সি ই এস সি'র গ্রাহকদের বকেয়া মেটাবার জন্য ২৪টি কিস্তির পরিবর্তে ৬০টি কিস্তি করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রতি এক বড় ধাপ্পা। কারণ এর ফলে কোন গ্রাহকেরই বর্ধিত মাশুল এবং বকেয়ার বোঝা এতটুকুও কমছে না।" ৩ আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন, অল বেঙ্গল ইলেক-ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস।

তিনি আরও বলেন, এই ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, রাজ্য সরকার পরিকল্পিতভাবেই মাশুল ও বকেয়া কমাবার কোন উদ্যোগ নেয়নি। কারণ রাজ্য সরকারের নির্দেশেই পশ্চিমবঙ্গে তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপ করে অভিন্ন মাশুল চালু করার চেষ্টা চলছে। সেই কারণেই রাজ্য সরকার কেন্দ্রের বন্ধু সরকারকে জনস্বার্থবিরোধী 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' বাতিলের জন্য কোন লিখিত আর্জি জানায়নি। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ২৯/৩ ধারাকে প্রয়োগ না করার ক্ষেত্রে তারা ইন্ধন যুগিয়েছে, রাজ্যের শিল্পমহলকে সুপ্রিম কোর্টে ২৯/৩ ধারা চ্যালেঞ্জ করার জন্য উৎসাহ যোগাচ্ছে এবং গ্রাহকেরা যাতে এই অভিন্ন মাশুল চালু করায় বাধা দিতে না পারে তার জন্য প্রকাশ্য শুনানির অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং রেগুলেশন পাল্টে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, আগস্ট মাসের মধ্যেই একদিকে হাইকোর্টে এই মাশুল অর্ডারকে চ্যালেঞ্জ করা হবে, অন্যদিকে আগামী ২৬ আগস্ট বিদ্যুৎমন্ত্রীর দপ্তরে বিক্ষোভ জানানোর মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ শুরু করা হবে।

সভাপতি ভবেশ গাঙ্গুলী রাজ্যের সমস্ত বিদ্যুৎ গ্রাহককে এই বর্ধিত মাশুল এবং বকেয়ার টাকা না দেবার জন্য আবেদন জানিয়ে বলেন যে, সি ই এস সি এবং পর্ষদের গ্রাহকদের ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে হবে। না হলে ২/৩ মাস পরে পর্ষদের গ্রাহকদের উপর ৩৭৩ কোটি টাকার বর্ধিত মাশুল এবং বকেয়ার বোঝা চেপে যাবে।

ঋণের ফাঁদে ফেলে বেকার যুবকদের হয়রানি

স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণগ্রহণকারী যুবকদের উপর পুলিশ ও প্রশাসনিক হয়রানি, কোর্টের চরমপত্র, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নোটিশ ও ব্রিটিশ আমলের কালা আইন প্রয়োগ করে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে ২৫ জুলাই বহরমপুরে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় ঋণ গ্রহীতা যুবকদের উপর সার্টিফিকেট কেস, মানিস্যুট কেস এবং পি ডি আর অ্যাক্ট প্রয়োগ করে গ্রেপ্তার সংক্রান্ত বিষয়ে বেকার যুবকরা কী কী আইনি সহায়তা পেতে পারেন সে বিষয়ে অত্যন্ত সুচিন্তিত ও মূল্যবান পরামর্শ দেন মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট আইনজীবী মৃণাল ব্যানার্জী।

সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক নন্দ দুলাল দাস তাঁর আলোচনায় বলেন — স্বনিযুক্তি প্রকল্পের লোনের বিনিময়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড বাতিল করে সরকার চাকরি পাবার গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। আজ সরকার শিক্ষিত যুবকদের পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দিচ্ছে, অত্যন্ত অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে জেলে আটকে রাখছে। তিনি আরও বলেন — ইতিমধ্যেই কিছু দাবি আদায় হয়েছে, ভবিষ্যতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারকে পিছু হঠতে বাধ্য করতে হবে। জেলার গণআন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী খাদিজা বানু তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সরকারের স্বনিযুক্তির ভাঁওতার প্রতিবাদে এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। জেলা সম্পাদক এমদাদুল হক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্ক ফেলের নেপথ্যে খোলাবাজারের সুযোগে বাধাহীন দুর্নীতি

গত ২৪ জুলাই গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্কের লেনদেনের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর দেশের মানুষ জানতে পারেন, এই ব্যাঙ্ককে কেন্দ্র করে বিজেপি আমলে ঘটে যাওয়া এক বিরাট আর্থিক কেলেঙ্কারির কথা; যে কেলেঙ্কারির শিরোমণিদের এখন আড়াল করছে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার।

ঋণ দেওয়ার নামে বেসরকারি পরিচালনাধীন গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্কের (জিটিবি) পরিচালকরা ১২ থেকে ১৫শ কোটি টাকা, মতান্তরে ২০০০ কোটি টাকা, নয়ছয় করায় ব্যাঙ্ক ডুবে যায়। সমস্যা সমাধানের নামে, দায় সমেত ডুবন্ত বেসরকারি জিটিবিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্সের (ওবিসি) ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বছর দশেক আগে যখন এদেশে কংগ্রেস সরকারের নীতি অনুসারে অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাঙ্ক চালু করেন এবং শেয়ারবাজারে পুঁজিলগ্নী বাড়াবার জন্য সুপরিকল্পিত চেষ্টা শুরু করেন তখনই আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম যে, এর ফলে ব্যাঙ্ক ফেল করবে, আমানতকারীরা সর্বস্বান্ত হবে। জিটিবি ফেল করেছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে আমানতকারীদের মধ্যে, সঞ্চিত সম্পদের মূল্যের থেকে তার দায় বেশি হয়ে গিয়েছে। এভাবে ফেল করায় জিটিবি-র আমানতকারীদের সর্বস্বান্ত হতে হতো, যদি না কেন্দ্রীয় সরকার ডুবন্ত জিটিবি-কে লাভজনক ওবিসির ঘাড়ে চাপিয়ে দিতো। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠবে — তাহলে কি জিটিবি-র আমানতকারী-দের স্বার্থেই কেন্দ্রীয় সরকার জিটিবি-কে ওবিসির সাথে মিলিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? সিপিএম এখন তা-ই বলছে এবং একে সদর্থক পদক্ষেপ বলে দেখাচ্ছে, কিন্তু সত্য তা নয়।

আসলে আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা নয়, ব্যাঙ্ক ফেলের পরিস্থিতি সামাল দিয়ে জিটিবির আর্থিক নয়ছয়ের নায়কদের আড়াল করাই হলো কেন্দ্রের লক্ষ্য। সেই কারণেই জিটিবি ফেল করার মূল কারণ ও তার নেপথ্য নায়কদের চিহ্নিত করার দিকে না গিয়ে তড়িঘড়ি আমানতকারীদের ক্ষোভে জল ঢেলে সবটা ধামাচাপা দিতে কেন্দ্রের ব্যস্ততা বেশি।

কী ঘটেছিল জিটিবিতে

আর্থিক সংস্কার ও বেসরকারীকরণের ঝোড়ো হাওয়ার দিনগুলিতে ১৯৯৪ সালে বেসরকারি উদ্যোগে গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন দেশজুড়ে বেসরকারীকরণের পক্ষে জনমত টেনে আনার জন্য প্রবল প্রচার চালানো হচ্ছে। কাগজে, টিভিতে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন — সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা মানেই ফাঁকি, পেশাদারী যোগ্যতার অভাব, দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার এবং লোকসান; অন্যদিকে বেসরকারি পরিচালনা মানেই প্রতিযোগিতা, পেশাদারী দক্ষতার চূড়ান্ত, দুর্নীতির উপর কড়া নজরদারি ও মুনাফা। পরিকল্পিত প্রচারের দ্বারা বেসরকারি পরিচালনা সম্পর্কে যে রূপকথার জগত তৈরি করা হয়েছিল গত দশ বছরে একাধিক বেসরকারি শিল্পে লাগাতার ছাঁটাই-লেঅফ-ক্লোজার, চা-বাগান, চটকলে মালিকদের লুঠের রাজত্ব ও ব্যাঙ্ক ফেলের ঘটনায় সেই রূপকথার উপর বিশ্বাস অনেকাংশে ভেঙে গিয়েছে। ১৯৯০ থেকে একে একে ইউকো ব্যাঙ্ক, কারকুর ব্যাঙ্ক, লক্ষ্মী কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, নেদুনগাড়ি ব্যাঙ্ক ফেল করেছে এবং একে একে এগুলিকে কোন না কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

"সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি আর্থিক উন্নয়নের পক্ষে বাধা," এগুলি নাকি "অচল সমাজতান্ত্রিক ধারণার জের", "সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে দিলেই উন্নয়নের তরী তরতরিয়ে এগোবে" — বেসরকারীকরণের পক্ষে এমন সব গুণগানে মত্ত একদল পেশাদার অর্থনীতিবিদ যখন 'তাত্ত্বিক' প্রচার চালাচ্ছেন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মুণ্ডপাত করছেন, তখনই উদ্বৃত্ত অলস পুঁজির মুনাফার ব্যবস্থা করতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া ও সরকারি সতর্কতা শিথিল করা হয়। সেই সুযোগে আর্থিক দুর্নীতি, ফাটকাবাজির রমরমা রাজত্ব তৈরি হয়। হর্ষদ মেহতার ঘটনা ব্যাঙ্ক পুঁজিকে ফাটকাবাজারে টেনে আনা এবং তার জোরে শেয়ার দুর্নীতির ঝাঁপি খুলে দিলেও কেন্দ্রীয় সরকার চোখ বন্ধ করে ছিল। এই কেলেঙ্কারিতে যুক্ত কয়েকটি ব্যাঙ্কেও লালবাতি জ্বলে।

সংবাদে প্রকাশ, হর্ষদের পৃষ্ঠপোষক ব্যাঙ্ক মালিকদের মতোই জিটিবির মালিক ও পরিচালক রমেশ গেলি কুখ্যাত শেয়ার দালাল কেতন পারেখকে ২৫০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল শেয়ার ফাটকায় খাটাতে। সে টাকা আদায় হয়নি। তাছাড়াও কয়েকটি 'ভেঞ্চার ক্যাপিটাল' সংস্থাকে বহু টাকা ঋণ দিয়েছিল জিটিবি, যেগুলি আদায় হয়নি। বেসরকারীকরণের সুযোগে জনগণের টাকা লুঠ করার অন্যতম রাস্তা হল 'ভেঞ্চার ক্যাপিটাল' নাম দিয়ে ভুয়ো কোম্পানি খোলা ও ঋণের টাকা মেরে দেওয়া। সরকার বা প্রশাসনের উচ্চ মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় অতীব ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা চালাবার বাহানায় একাধিক ক্ষেত্রে 'ভেঞ্চার ক্যাপিটালে'র উদ্যোগী 'শিল্পপতিরা' ব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্নী সংস্থা থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে গণেশ উল্টে দিয়ে পুরো টাকাটাই লুঠ করেছে। নরসিংহ রাওয়ের সময়ে এবং বিজেপি আমলেও এই খেলা চলেছে পুরোদমে। এমনই এক 'ভেঞ্চার ক্যাপিটাল' হিমাচল ফিউচারিস্টিক, যেটি বাস্তবে কেতন পারেখেরই একটা সংস্থা যা দেখিয়ে টাকা নিয়ে সে শেয়ার ফাটকায় ঢালতো। এহেন হিমাচল ফিউচারিস্টিক এবং এ ধরনেরই আরও কয়েকটি সংস্থা জিটিবি থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা ঋণ হিসাবে পেয়েছে যা তারা ফেরত দেয়নি। প্রধানত এইভাবে লুটের উদ্দেশ্যে ভুয়ো সংস্থা ও শেয়ার ফাটকায় টাকা খাটিয়ে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে জিটিবি।

সরকার জেনেও চোখ বুজে ছিল

সমস্তটাই ঘটেছে কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে। ২০০১-০২ এবং ২০০২-০৩ সালেই জিটিবি-র ব্যালান্স শীটে গুরুতর গোলমাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নজরে আসে। কিন্তু কোন কার্যকর ব্যবস্থা তখন নেওয়া হয়নি। এখানে উল্লেখ্য জিটিবি-র লুটেরা মালিক রমেশ গেলি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এন ডি এ শরিক চন্দ্রবাবু নাইডুর ঘনিষ্ঠ। হিমাচল ফিউচারিস্টিক-এর মালিক কেতন পারেখের পৃষ্ঠপোষক কংগ্রেস, বিজেপি, উচ্চমহলের আমলাদের মধ্যে — কোথায় নেই? এইসব যোগাযোগ যে কাজে লাগানো হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জিটিবি-র এই আর্থিক দুর্নীতির পক্ষে সাফাই দিতে গিয়ে মালিক রমেশ গেলি বলেছেন — "পরিচালকদের কিছু সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। কিন্তু কোন কুমতলব বা অসাধুতা ছিল না। ব্যাঙ্ক ঝুঁকি নিয়েছিল কিন্তু সেগুলি ফলপ্রসূ হয়নি।" (টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৯-৭-০৪) বলাবাহুল্য এর দ্বারা সততা প্রমাণিত হয় না। কারণ ভুলগুলি কী ধরনের? ইচ্ছাকৃত ভুল কি না? "ভুল সিদ্ধান্ত" থেকে কারা কারা লাভবান হয়েছে, ঝুঁকিগুলি কার নির্দেশে নেওয়া হয়েছিল — এগুলি সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হলে বোঝা যেত তথাকথিত ভুলগুলি কেন করা হয়েছিল। এজন্য এ সম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত করা অতীব প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু না বিজেপি শাসনে, না কংগ্রেস শাসনে — কখনোই তা করা হল না। উল্টে আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার জুতসই অজুহাতে জিটিবি-কে ওবিসির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কংগ্রেস পুরো কেলেঙ্কারিটাই ধামাচাপা দিয়ে দিল। এ থেকে আর একটি নির্মম সত্যও বেরিয়ে এল তা হল — কেন্দ্রের গদিতে শাসকদল বদলালেও ফাটকা ও লুঠের মুক্তবাজারে লুঠেরাদের দাপটে বেশি রদবদল হয় না।

কংগ্রেস ক্ষমতায় বসার পরও লুঠেরা চক্র যে কত নিরাপদ তার অপর প্রমাণ হল — গত এক মাসে জিটিবির পুরনো মালিকরা নিশ্চিন্তে তাদের শেয়ারগুলি বেশিরভাগই বেচে মূলধন তুলে নিয়েছে। সাধারণ শেয়ার ক্রেতারা বিপদে পড়েছেন। জিটিবির প্রারম্ভিক শেয়ার মূলধনের পরিমাণ প্রায় তিনশো কোটি টাকা। এর মোটা অংশ ছিল দেশি-বিদেশি মালিকদের হাতে। ২৪ জুলাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ফতোয়া দিয়ে জিটিবি-র লেনদেন সাময়িকভাবে বন্ধ করার পর জিটিবি-র শেয়ার দর প্রায় শূন্যে ঠেকেছে। কিন্তু সংবাদে প্রকাশ গত এক মাসে জিটিবি-র দেশি-বিদেশি পুরনো মালিকরা তাদের শেয়ার বেচে টাকা তুলে নিয়েছে (দ্রঃ ইকনমিক টাইমস ৩-৮-০৪)। ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে কেতন পারেখ কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত মরিশাস কেন্দ্রিক ১৪টি সংস্থার উপর শেয়ার বেচাকেনার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সকলের অজ্ঞাতে গত ১২ জুন সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ৫ আগস্ট নজরদারি সংস্থা সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ডের (সেবি) সভায় প্রশ্ন ওঠে, সেবি-র চেয়ারম্যান বোর্ডের অন্য সদস্যদের অন্ধকারে রেখে এভাবে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন কেন? চেয়ারম্যান এর সদুত্তর দিতে পারেননি। বাস্তবে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার নীট ফল হয়েছে এই যে, ২৪ জুলাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিষেধাজ্ঞা জারির আগেই ১২ জুন থেকে ২৩ জুলাইয়ের মধ্যে মরিশাসে রেজিস্টার্ড বিদেশি একচেটিয়া লগ্নী সংস্থাগুলি জিটিবির ২ কোটি শেয়ার বেচে মূলধন তুলে নিয়েছে (দ্রঃ ইকনমিক টাইমস ৬-৮-০৪ ও স্টেটসম্যান ৭-৮-০৪) এ থেকেই বোঝা যায়, ২৪ জুলাই যে নিষেধাজ্ঞা জারি হতে যাচ্ছে সে খবর ভেতর থেকে এরা জেনে গিয়েছিল। অর্থাৎ এদের সঙ্গে সরকারি উচ্চমহল জড়িত। এখন নিষেধাজ্ঞা জারির পর জিটিবি-র শেয়ারের দাম ৮০% কমে গিয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের হাতে যে শেয়ার রয়েছে বাজারে তার বিশেষ কোন দাম নেই। শেয়ার হোল্ডারদের দাবি, আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষায় যদি দুটি ব্যাঙ্ককে জুড়ে দেওয়া হয় এবং জিটিবির আমানতকারীদের ওবিসির আমানতকারী হিসাবে গণ্য করা হয় তবে আনুপাতিক হার ঘোষণা করে (সোয়াপ রেট) জিটিবির শেয়ার হোল্ডারদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

জুটমিল শ্রমিকদের জয়

একের পাতার পর

ধর্মঘট শুরু করে এবং প্রতিবাদ জানায়। সমস্ত শ্রমিকরা, ওই শ্রমিকদের সমর্থনে সংহতি জানানোর জন্য পুরো মিলেই কাজ বন্ধ করে দেয়।

শ্রমিকদের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এবং তাদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য মিল কর্তৃপক্ষ ১০ তারিখে কারখানার গেট বন্ধ করে দেয় এবং ১১ জন আন্দোলনকারী শ্রমিককে বরখাস্ত করে গেটে নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়। এতে সমস্ত শ্রমিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অন্তর্গত বেঙ্গল জুটমিলস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে শুরু হয় আন্দোলন। ঐদিনই মিলগেটে বিশাল শ্রমিক সমাবেশ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড অমল সেন, সম্পাদক কমরেড বদরুদ্দিন, কমরেড প্রদীপ মহান্তি ও কমরেড জব্বার। পরের দিন ১১ জুলাই কল্যাণী ডি এল সি-র কাছে কমরেড বদরুদ্দিনের নেতৃত্বে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। অন্যদিকে কমরেড অমল সেনের নেতৃত্বে ব্যারাকপুর এস ডি ও'র কাছে মিল খোলা এবং ১১ জন ছাঁটাই কর্মীর পুনর্বহালের দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় গেটে পোস্টারিং, মিছিল, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ইত্যাদি। বেঙ্গল জুটমিলস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি কমরেড সনৎ দত্ত ওই এলাকায় শ্রমিক সভা করেন এবং আন্দোলনের পথনির্দেশ দেন। এরপর মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের উপর পুলিশ এবং দালালবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১১ জন বরখাস্ত শ্রমিকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গভীর রাতে ৮ জন শ্রমিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বেঙ্গল জুটমিলস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে কোর্ট থেকে শ্রমিকদের জামিন করিয়ে গেট মিটিং করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সিটু, আই এন টি ইউ সি এবং ইউ টি ইউ সি'র ইউনিয়নের সৎ কর্মীদের একটি অংশও এই আন্দোলনকে নৈতিক সমর্থন দেন। এরপর আন্দোলনের চাপে এবং শ্রমিকদের বিক্ষোভের ভয়ে স্বীকৃত আটটি ইউনিয়ন এবং মিল কর্তৃপক্ষ নিঃশর্তে মিল (১৭ জুলাই) খুলে দেয় এবং ১১ জন শ্রমিককে বিনাশর্তে ৭ দিনের মধ্যে কাজে নিয়ে নেবার আশ্বাস দেয়। ৭ দিন পার হয়ে যাবার পরও শ্রমিকদের কাজে না নেওয়ায় বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গেটমিটিং করে প্রতিদিন মিল গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং গণস্বাক্ষর সংগ্রহের কর্মসূচি গ্রহণ করে। অবশেষে বাধ্য হয়ে গত বুধবার ২৮ জুলাই ১৮ দিন আন্দোলনের পর কর্তৃপক্ষ ১১ জন শ্রমিককে বিনাশর্তে কাজে নিতে বাধ্য হয়। ৩১ জুলাই শ্রমিকরা আন্দোলনের সাফল্যে মিছিল করে হাজিনগর পরিক্রমা করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কমরেড করুণ দত্ত, কমরেড বদরুদ্দিন ও কমরেড গুরুমূর্তি বেহেরা। পশ্চিমবঙ্গের মালিক বন্ধু সরকার, সিটু, আই এন টি ইউ সি'র আন্দোলনবিরোধী নীতির ফলে ক্রমাগত মার খেতে থাকা চটকল শ্রমিকদের কাছে নৈহাটি জুটমিলে শ্রমিকদের আন্দোলনের জয় অবশ্যই খানিকটা আশার আলো।

মুর্শিদাবাদ জেলা কমসোমলের শিক্ষাশিবির

মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকলে ভবহরণ হাইস্কুলে কিশোর কমিউনিস্ট সংগঠন কমসোমলের জেলা শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হল ২৪-২৫ জুলাই। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুই শতাধিক কিশোর-কিশোরী এই শিক্ষাশিবিরে অংশগ্রহণ করে। গণআন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদ বেদিতে মাল্যার্পণ করা হয়। তামিলনাড়ুর কুম্ভকোনমে বীভৎস অগ্নিকাণ্ডে মৃত শিশুদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দু'দিনের এই শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই-এর রাজ্য কমিটির সদস্য, জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল। কমরেড ঘোষাল নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মনীষীদের জীবনসংগ্রামের নানা দিক বর্ণনা করে দেখান, কেন কিশোর বয়স থেকেই বিপ্লবী

আলোচনা করছেন কমরেড স্বপন ঘোষাল

রাজনীতি, উচ্চ হৃদয়বৃত্তি, রুচি, সংস্কৃতির চর্চা প্রয়োজন। তিনি দেখান, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এখানে একদিকে পুঁজিপতিশ্রেণী পুঁজির পাহাড় তৈরি করছে ; অন্যদিকে গরিব, মধ্যবিত্ত মানুষ শোষণের যাঁতাকলে পড়ে নিঃস্ব হচ্ছে। ফলে দেশের বেশিরভাগ শিশু, কিশোর আজ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে চায়ের দোকানে, ইটের ভাটায় কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। অভাবের তাড়নায় মা তার নিজের সন্তানকে বিক্রি করছে। তিনি প্রতিনিধিদের বলেন — 'তোমরা যারা আজ স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছ তাদের ভাবতে হবে, ওরা কেন এই সুযোগ পেল না।' আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শিক্ষাশিবির শেষ হয়। ২৫ জুলাই সকালে একটি সুসজ্জিত মিছিল ডোমকল শহর পরিক্রমা করে। শিক্ষাশিবির শেষে কমসোমলের সদস্যরা বিহার, আসাম ও উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ করে।

বহরমপুরে, রানিনগরে স্টাডি ক্লাস

এছাড়াও জেলার বহরমপুর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে গত ১০ ও ১১ জুলাই বহরমপুরে ও ২০-২১ জুলাই রানিনগরে দুটি স্টাডি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-যুব-মহিলা-কৃষক ও খেতমজুরদের এই দু'টি ক্লাসেই প্রায় দেড়শ' জন করে কর্মী উপস্থিত ছিলেন। দু'টি ক্লাসই পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য, মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল। ১৮ জুলাই সুতীতেও একটি স্টাডি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আলোচনা করেন দলের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

লোচনপুরে স্টাডি ক্লাস

৩১ জুলাই ও ১ আগস্ট, লোচনপুর এস ইউ সি আই সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে দু'দিনের রাজনৈতিক স্টাডি ক্লাস পরিচালিত হয়। এই ক্লাস পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড খাদিজা বানু। ক্লাসে শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তিনটি অধিবেশনে প্রতিনিধিদের প্রশ্নের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই কেন ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধের দাবিতে মুর্শিদাবাদে গণঅবস্থান

গত ১৯ জুলাই মুর্শিদাবাদ জেলাশাসক অফিসের সামনে মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে গণঅবস্থান করে স্থায়ীভাবে বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধের জোরালো দাবি জানানো হয়। এই গণঅবস্থানে বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক সাধন রায়, আব্দুস সঈদ, কমিটির অন্যতম সহসভাপতি শিবু সান্যাল, সুখেশ্বর পাল, অপূর্ব ব্যানার্জী এবং অফিস সম্পাদিকা খাদিজা বানু প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, জেলার বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধের দীর্ঘদিনের অত্যন্ত ন্যায্য দাবিকে কী কেন্দ্র কী রাজ্য উভয় সরকারই উপেক্ষা করেছে। এবার নির্বাচনের সময় এটি ছিল সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে প্রধান ইস্যু। কিন্তু নির্বাচনের পর কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস বা সিপিএম চুপ হয়ে গেছে। অথচ প্রতিদিন নদী ভাঙনে বহু পরিবার এখনও গৃহহীন হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী কয়েকবার নদীভাঙন দেখে গেলেন কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি দেননি বা এর বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন পরিকল্পনাও ঘোষণা করেননি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা শুনিয়ে গেছেন। অথচ একদিকে দ্বারকা-ময়ূরাক্ষী নদীর বন্যায় আবাদি জমি নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথীর ভাঙনে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে ভিখারিতে পরিণত হচ্ছে। অভাবের সুযোগ নিয়ে ২০ হাজার তরুণীকে পাচার করা হয়েছে, অনেকে দেহব্যবসা করতে বাধ্য হচ্ছে।

বক্তারা আগামী দিনে আরও জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

অবস্থান মঞ্চ থেকে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতা সাজেম আলি, শিক্ষক কমল কান্তি ঘোষ, কমিটির ভগবানগোলা শাখার সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কান্দির উত্তম মণ্ডল অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন।

ডেপুটেশনে দাবি জানান হয় — বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধে বিজ্ঞানসম্মত মাস্টার প্ল্যান করে শুখা মরশুমে ভাঙন বাঁধাইয়ের কাজ করতে হবে। স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা নিতে হবে। কোটি কোটি টাকা অর্থের অপচয় এবং দুর্নীতি রোধ করতে হবে। ৬৬ জন আন্দোলনকারীর উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

বন্যা-ভাঙন-খরা প্রতিরোধে স্থায়ী পরিকল্পনার দাবিতে

রাইটার্স অভিযান

১৮ আগস্ট, ২০০৪
জমায়েত ঃ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
বেলা ২টা

সারা বাংলা বন্যা-ভাঙন-খরা প্রতিরোধ কমিটি

সিটু'র হামলার বিরুদ্ধে বেহালায় রিক্সাচালকদের প্রতিবাদ

'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগান দিতে দিতেই কলকাতার বেহালার 'সিটু' নেতৃত্ব আজ প্রকৃতপক্ষে ঐক্যবদ্ধ করছেন কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের আর বীরত্ব দেখাচ্ছেন গরিব খেটে খাওয়া রিক্সাচালকদের ওপর। তারা কিশোরভারতী স্ট্যান্ডের সম্পাদক জয়দেব রাণা, জাগরণী স্ট্যান্ডের সম্পাদক অর্জুন ঘোষ সহ অন্যান্যদের মারধর করেছে। সিটু ইউনিয়ন বহির্ভূত রিক্সাচালকদের যাত্রী নেওয়ার ক্ষেত্রে বলপূর্বক বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে গরিব মানুষদের রুটি-রুজি বন্ধ করতে চাইছে।

এঁদের অপরাধ? এঁরা সিটু নেতৃত্বের আপসমুখিনতাকে মেনে নেননি। নিজেদের চরম দুরবস্থার প্রতিকারে গঠন করেছেন সংগ্রামী ইউ টি ইউ সি-এল এসের নেতৃত্বে 'দক্ষিণ শহরতলী রিক্সা ও ভ্যানচালক ইউনিয়ন'। আওয়াজ তুলেছেন, রিক্সার লাইসেন্স, ই এস আই স্কীমে চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। দাবি করেছেন, সকল রিক্সাচালকের জন্য যেকোন স্ট্যান্ডে রিক্সা লাগানোর অধিকার এবং হামলাকারীদের শাস্তি।

সিটুর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গত ১৪ জুলাই বেহালা ট্রাম ডিপোর কাছে এক প্রতিবাদী সভায় বক্তব্য রাখেন সান্টু গুপ্ত, বিজন হাজরা, স্বপন পালিত ও অর্জুন ঘোষ। পরে ১৭ জুলাই যুক্তসংগ্রাম কমিটি ও দক্ষিণ শহরতলী রিক্সা ও ভ্যানচালক ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে তিন শতাধিক রিক্সাচালক বেহালা থানায় ডেপুটেশন দেন। এতে নেতৃত্ব দেন শক্তি মণ্ডল ও বিজন হাজরা। থানা কর্তৃপক্ষ এক সপ্তাহের মধ্যে দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেন।

সালিশি বিল প্রত্যাহার সহ বিভিন্ন দাবিতে

নলহাটিতে কৃষক মিছিল

খেতমজুরদের সারা বছর কাজ, সমস্ত গরিবদের বিপিএল তালিকাভুক্ত করা, খেতমজুরদের পরিচয়পত্র প্রদান, ৭নং ক্যানেলের সংস্কার এবং পঞ্চায়েতি ট্যাক্স বৃদ্ধি ও সালিশি বিলের বিরুদ্ধে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন গত ২৭ জুলাই বীরভূম জেলার নলহাটি ১নং বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন দেয়। নলহাটি রামমন্দির প্রাঙ্গন থেকে তিন শতাধিক মানুষের মিছিল বিডিও দপ্তরে পৌঁছায়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই সংগঠক কমরেড আবদুস সালাম।

গণদাবী

৫ আগস্ট
বিশেষ সংখ্যা

- **কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণ, ২৪ এপ্রিল, ১৯৭০**
- **দলের নেতৃস্থানীয় সংগঠক ও কর্মীদের প্রতি — নীহার মুখার্জী**

কমরেড শিবদাস ঘোষ — বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের অমূল্য সম্পদ

একের পাতার পর

উন্নয়ন হচ্ছে বড় বড় পুঁজিপতিদের, ব্যবসাদারদের, আর হচ্ছে সেইসব রাজনৈতিক নেতাদের যারা পুঁজিপতিদের সেবাদাস হিসাবে কাজ করছে, স্মাগলার-অ্যান্টিসোশ্যালদের পুষছে। এহেন উন্নয়নের রথেরই সারথী হচ্ছে কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএম ; আর আরোহী হচ্ছে পুঁজিপতিরা। সে রথের চাকায় পিষ্ট হচ্ছে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ। এই পরিণতির কথা বহুকাল আগেই বলেছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। স্বাধীনতার আগেই তিনি দেখিয়েছিলেন, আসন্ন স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ পুঁজিপতিশ্রেণীর হাত থেকে ভারতীয় পুঁজিপতিদের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর হবে মাত্র, গণমুক্তি আসবে না। তার জন্য দেশের মানুষকে আবার একটা বিপ্লব করতে হবে, পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন পুঁজিপতিশ্রেণীকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আজকে দেশের কলুষিত রাজনীতির প্রসঙ্গে আলোচনায় কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, পরাধীন ভারতে যখন ব্রিটিশরা শোষণ-লুণ্ঠন চালাচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে আপসহীন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, সুভাষ বসুরা ছিলেন ; আবার আপসমুখী সংস্কারবাদী গান্ধীবাদীরাও ছিলেন। এই দুই ধারার মধ্যে মত ও পথ নিয়ে বিরোধ যাই থাক, উভয়ের মধ্যেই জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ কর্তব্যবোধ ছিল। আপসমুখী রাজনীতির মধ্যেও সততা, নিষ্ঠা, নৈতিকতা ছিল। সেদিন দেশের সাধারণ মানুষ রাজনীতিকদের পীর-পয়গম্বরের মতো শ্রদ্ধা করত, মানুষের চোখে সেসময় রাজনীতি ছিল বড় কাজ মহৎ কাজ। আর এখন যেসব রাজনৈতিক দল এম এল এ, এম পি ও সরকারি ক্ষমতার জোরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের প্রতি মানুষের প্রবল অশ্রদ্ধা। মানুষ রাজনীতিকেই নোংরা কাজ বলে মনে করে। বাস্তবেও এইসব দলগুলোর রাজনীতি লোকঠকানোরই। এরা দেশের মানুষকে মানুষ নয়, ভোটার হিসেবে দেখে। একটা কথা চালু হয়েছে — ভোট ব্যাংক। ভোটের জন্যই বাবরি মসজিদের তালা খুলে রামপূজার ব্যবস্থা করা হল, এজন্যই মসজিদ ধ্বংস করা হল, গুজরাটে গণহত্যা হল। এর সাথে ভোটে আছে টাকার খেলা। টাকা দেয় পুঁজিপতিরা। আর ভোটে জিততে চাই ক্রিমিন্যাল বাহিনী। সি পি এমকে আপনারা দেখছেন, কীভাবে ভোটে জিতছে তারা। কংগ্রেস, বিজেপি বা অন্যান্য বুর্জোয়া দল, যারাই যেখানে ভোটে জিতছে, সেখানে একই ছবি। প্রয়াত নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, একটা জাতি অভুক্ত থেকেও উঠে দাঁড়াতে পারে, যদি তাদের নৈতিক বল অটুট থাকে। বুর্জোয়ারাও এটা জানে, তাই বুর্জোয়াদের সেবাদাস রাজনৈতিক দলগুলো দেশের মানুষের নৈতিক বলকে ধ্বংস করে দিচ্ছে ; মনুষ্যত্ব চরিত্র মারার জন্য অশ্লীল সিনেমা পত্রপত্রিকা, মদ-জুয়া ইত্যাদির ঢালাও প্রসারে মদত দিচ্ছে।

তিনি বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ গোটা বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনের এক অমূল্য সম্পদ। যুগে যুগে যাঁরা সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য লড়াই শুরু করেছেন, প্রত্যেককে বাধা বিপত্তি ঠেলে এগোতে হয়েছে। এই সংগ্রামই তাঁদের সংগ্রামী তেজ দিয়েছে, চরিত্র দিয়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। মাত্র ১৩ বছর বয়সে ঘর ছেড়েছিলেন, দরিদ্র পিতা-মাতার তিনি ছিলেন একমাত্র অবলম্বন। ঘর ছাড়ার সময়ে বলেছেন, দেশের সকল গরিব দুঃখী পিতা-মাতা আমার মা-বাবা, তাদের দুঃখ ঘোচাতে হবে। গরিবের চোখের জলই সুভাষচন্দ্রকে ঘর থেকে বার করেছিল। শরৎচন্দ্রও বলেছেন,

সংসারে যারা শুধু দিল, পেলনা কিছু, তাদেরই জন্য আমার কলম ধরা। এদেশে কমরেড শিবদাস ঘোষই প্রথম বললেন, বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। বিপ্লবী রাজনীতির উপলব্ধি ও চর্চা শুধু বুদ্ধি দিয়ে হবেনা, হৃদয়বৃত্তি না থাকলে বুদ্ধি পথভ্রষ্ট হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের সামনে ছিল নবজাগরণের মনীষীদের, স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন বিপ্লবী ধারার নেতা-কর্মীদের জীবনসংগ্রাম। এই বিপ্লবী ধারাতেই অনুশীলন সমিতির সাথে যুক্ত হয়ে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর মন ছিল সত্যসন্ধানী। সে সময়টা ছিল রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লবের প্রভাবের যুগ। দেশে দেশে সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষরা তখন সভ্যতার অগ্রগতির দর্শন হিসাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। মার্কসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন তখন বড় চরিত্র, বিরাট মাপের মানুষের জন্ম দিচ্ছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ এসময় মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে জীবনদর্শন রূপে গ্রহণ করলেন। দেশে তখন কমিউনিস্ট পার্টি নাম নিয়ে সি পি আই বড় দল হিসাবে রয়েছে। মহান নেতা স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙের সমর্থন তখন ঐ দলের পিছনে। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে সি পি আই-এর ব্যর্থতা, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও নেতাজীর মতো মহান জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীকে 'জাপানের দালাল' বলে কুৎসা করা ইত্যাদি দেখে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, সি পি আই একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে ওঠেনি। এ সময়ই কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, শুধু সততা ও নিষ্ঠার দ্বারাই মার্কসবাদী হওয়া যায়না, নেতৃত্ব সৎ হলেই একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে পারেনা। সেজন্য দরকার সঠিক মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি আয়ত্ত করা, দল গঠনের সঠিক মার্কসবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং দেশের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে একটি দেশের সঠিক বিপ্লবী লাইন নির্ধারণ করতে পারা। এক্ষেত্রে সি পি আই নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বললেন, বুর্জোয়া মানবতাবাদ যেমন জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে এসেছিল, তেমনই মার্কসবাদকেও জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে প্রয়োগ করতে হবে। শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করলেই হবে না, ব্যক্তিবাদী মনন থেকে মুক্ত হতে হবে, নাহলে কমিউনিস্ট সংস্কৃতি আসবে না, কমিউনিস্ট চরিত্র আসবে না।

রাশিয়ায় মহান লেনিন প্রথমে আর এস ডি এল পি দলে ছিলেন। পরে যখন বুঝলেন, সেই দল মার্কসবাদের পথে চলছে না, তখন বেরিয়ে এসে নতুন দল গঠন করেন। চীনে মহান নেতা মাও সে-তুঙের ইতিহাসও তাই। কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন বুঝলেন, সি পি আই যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি নয়, তখন একটি সত্যিকারের সাম্যবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আই-কে গড়ে তোলার জন্য যাত্রা শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর, সহযোগী মুষ্টিমেয় ৪/৫ জন। এঁদের নিয়ে জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে যে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম তিনি সেদিন শুরু করেন, তা এক অসাধারণ ঐতিহাসিক সংগ্রাম। লেনিন যখন নতুন দল গঠনে নামেন, তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত নেতা, চীনে মাও সে-তুঙও পুরনো দলের নেতৃত্বে ছিলেন। আর কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন শুরু করেছেন তখন তিনি একজন সাধারণ কর্মী, কেউ চেনেনা, কেউ জানেনা, তাঁর কথার গুরুত্ব কে দেবে ? তাঁকে সকলেই বলেছে, আপনার বক্তব্য ও যুক্তি ঠিক, কিন্তু লোকবল নেই, টাকা নেই, প্রচার নেই, আপনি পারবেন না। আপনার যা বুদ্ধি ও ক্ষমতা, তাতে বড় দলে যোগ দিলে আপনি বড় নেতা হবেন। কমরেড ঘোষ বলেছেন, আমি দেশের মুক্তির জন্য ঘর ছেড়েছি। জীবনে যেটা সত্য বলে বুঝেছি, সে পথ থেকে কেউ আমাকে বিচ্যুত করতে পারবে না। এজন্য যদি আমার মৃত্যুও হয়, আমি বুঝব, দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য এর প্রয়োজন ছিল। আমার লড়াইয়ে সত্য থাকলে ইতিহাস একদিন তার মূল্য দেবে। এভাবেই একটি একটি করে তিনি কর্মী সংগ্রহ করেছেন। দল গঠন ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় তিনি জ্ঞানজগতের সকল ক্ষেত্রে আলোকপাত করেছেন — পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য নয়, সত্য জানার জন্য, মানুষের ঘুম ভাঙানোর জন্য, মানবসমাজের অগ্রগতিতে সাহায্য করার জন্য। কোন কাগজ এই মহান নেতার নাম প্রচার করেনি, তাঁর বক্তব্য প্রচার করেনি। বৈপ্লবিক চিন্তা, নিষ্ঠা ও অনমনীয় সংগ্রামের জোরেই আজ তিনি দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে জায়গা পেয়েছেন, বিদেশের বিপ্লবীদের মধ্যেও তাঁর চিন্তা আলোড়ন তুলছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, অনেকে প্রশ্ন করেন, আপনাদের মন্ত্রী নেই, এম পি নেই,

আটের পাতায় দেখুন

৫ আগস্ট রানি রাসমণি রোডের সমাবেশের একাংশ। (উপরে) বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

মেডিকেল শিক্ষায় ক্যাপিটেশন ফি রাজ্য সরকারের নির্লজ্জ ভূমিকা

মেডিকেল শিক্ষায় ক্যাপিটেশন ফি চালু করতে রাজ্য সরকারের মরিয়া প্রচেষ্টা চলছিল গত বছর থেকেই। যেন তেন প্রকারেন এস এস কে এম এবং মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের ছাড়পত্র আদায় এবং বেআইনি পরীক্ষার মাধ্যমে ধনী ঘরের 'সুযোগ্য' ছাত্রদের মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে প্রস্তাবিত দুই মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা গত বছরেই করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু এ আই ডি এস ও'র লাগাতার আন্দোলন এবং কলকাতা হাইকোর্টের একটি 'স্টে-অর্ডার' তাদের প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দিয়েছিল।

তাই এবছর জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলাফল প্রকাশিত হতেই রাজ্য সরকারের কর্তাব্যক্তিরা ক্যাপিটেশন ফি দাতাদের জন্য ভর্তির পরিকল্পনা শুরু করে। মুখে বামপন্থার কথা বলা এই সরকার যেভাবে সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক নিয়মকানুন এমনকী সুপ্রিম কোর্টের আদেশকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ক্যাপিটেশন ফি'র মাধ্যমে ছাত্রভর্তি করল তা নজিরবিহীন।

গত বছরের কলকাতা হাইকোর্টের যে রায়কে তারা খণ্ডন করতে পারেনি এবার তাকে আটকাবার জন্য সরকার এই গল্প আমদানি করে যে, সুপ্রিম কোর্ট নাকি রায় দিয়েছে ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে ছাত্রভর্তি করতে হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এবছর আবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলাটি তোলা হয়। দেখা গেল এরকম কোন রায়ই সরকারের হাতে নেই। আদালতে পরাজয় নিশ্চিত জেনে সরকার এবার বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত করল নির্লজ্জভাবে। দেখা গেল, মাননীয় বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য সমস্ত বুঝেও রায় না দিয়ে এবং কোন কারণ না দেখিয়ে মামলাটি বিচারপতি কল্যাণজ্যোতি সেনগুপ্তর এজলাসে স্থানান্তর করে দিলেন। নির্ধারিত বিচারের দিন ৩০ জুলাই বিচারপতি অনুপস্থিত রইলেন, রাজ্য সরকার ঐ দিনই অন্যায়ভাবে কাউন্সেলিং করে ক্যাপিটেশন ফি'র ভিত্তিতে এস এস কে এমে এবং মেদিনীপুর কলেজে ২০০ আসনের মধ্যে ১০৪ জন ছাত্রকে ভর্তি করে নিল।

সরকার এখানেই থামবে না। যদি দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মেডিকেল ছাত্র ও শিক্ষকেরা ক্যাপিটেশন ফি'র বিরুদ্ধে আন্দোলনে না নামেন তাহলে আগামী দিনে বাকি সাতটি সরকারি মেডিকেল কলেজেও সাধারণ পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশাধিকার থাকবে না। এই ঘটনা একথাও প্রমাণ করল যে, আদালত নির্ভরতা নয়, সুসংগঠিত এবং ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনই পারে এ হেন সর্বনাশের হাত থেকে মেডিকেল শিক্ষাকে রক্ষা করতে।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, দলবাজি, ভুয়া ডিগ্রি, অবৈধ নিয়োগের বিরুদ্ধে

শিক্ষা কনভেনশন

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, জালিয়াতি, ভুয়া ডিগ্রি ও অবৈধ নিয়োগের বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে একটি শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল গত ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগর প্রয়াণ দিবসে, কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে।

এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ্ ও বুদ্ধিজীবী, যাঁরা অসুস্থ শরীর ও বয়সের ভার নিয়েও আজ শিক্ষার এই সার্বিক অবনমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। অন্যদিকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী, যাদের শিক্ষাজীবনে আজ নেমে এসেছে সঙ্কটের গভীর ছায়া।

কনভেনশন শুরু হয় বিদ্যাসাগর মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে। তামিলনাড়ুর কুম্ভকোনমে ৯৩ জন শিশু ছাত্রছাত্রীর জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রস্তাব পাঠ করা হয় এবং ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর কনভেনশনের প্রস্তাব পাঠ করেন এ আই ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি কমরেড মৃদুল দাস। শারীরিক অসুস্থতার কারণে কনভেনশনে উপস্থিত হতে না পারায় লিখিত বক্তব্য পাঠান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। এতে তিনি বলেন, ''দিলীপ সিংহ ও পবিত্র সরকার যেভাবে শিক্ষা জগতকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে তাতে তাদের দু'জনেরই চরম শাস্তি প্রাপ্য। অথচ একজনকে গ্রেপ্তার করে হাজতে রাখা হল, অন্যজন বহাল তবিয়তে সরকারি মদতে সব রকম শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেলেন। শুধু তাই নয়, তিনি সম্মানের স্থানও পেলেন। আমাদের বিচারে তার স্থান হওয়া উচিত জেল হাজতে। এই দাবি সমগ্র শিক্ষাজগতের সমবেত দাবি। যে শাসনব্যবস্থা এই অভিন্ন ঘটনাকে ভিন্নভাবে দেখাতে চাইছে, তাকে আমরা শাস্তিতে থাকতে দেব না।''

কনভেনশনের অন্যতম বক্তা অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল বলেন, 'পবিত্রবাবু যেভাবে ভুয়া ডিগ্রি নিয়ে গত ২৯ বছর ধরে সরকারি পদ ব্যবহার করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী তাকে সমর্থন করেছেন তা অত্যন্ত দুঃখজনক। যে পি এইচ ডি থিসিসের মৌখিক পরীক্ষাও নাকি হয়ে গেছে, কেবল কিছু ফর্ম্যালিটিস বাকি, সেই থিসিসটি তিনি জমা দিলেন ২০০৪ সালের ১৩ জুলাই। তাহলে এতদিন তিনি পি এইচ ডি হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে এসেছেন কেন তার জবাব দেবেন কি?'' বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক তরুণ সান্যাল বলেন, ''পবিত্র সরকারের ডিগ্রি কেলেঙ্কারির পর নিজেকে অধ্যাপক হিসাবে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করছি। এরপর বুদ্ধিজীবীদের যদি কেউ বুদ্ধুজীবী হিসাবে ব্যাখ্যা করেন তাহলে তার প্রতিবাদ করার কোন উপায় নেই। এখন শিক্ষা আর সাধারণ মানুষের জন্য নয়, শিক্ষা এখন পণ্যে পরিণত, শিক্ষা এখন ধনীদের জন্য। আর শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, দলবাজির পরিণতিতে শিক্ষার মানও ক্রমশ অধঃপতিত। এর থেকে শিক্ষাজগতকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের ছাত্রদেরই।'' অধ্যাপক কান্তীশ মাইতি তাঁর সময়ে শিক্ষকদের চরিত্রের উচ্চ মানের সঙ্গে এখনকার শিক্ষকদের নিম্নমানের তুলনা করে বলেন, ''এখন ছাত্রছাত্রী শিক্ষকদের কাছে কী শিখবে? শিক্ষকরাই যদি চুরি, দুর্নীতির সাথে যুক্ত হন, ছাত্রদের তাঁরা কী শেখাবেন?'' সেভ এডুকেশন কমিটির সহ-সভাপতি বিশিষ্ট জননেতা কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, ''সমস্যাটা আজকেই শুরু হয়েছে এমন নয়। যেদিন থেকে শিক্ষার স্বাধিকার হরণ করে সমস্ত নীতি নির্ধারক কমিটিতে দলীয় লোকদের বসানো হয়েছে সেদিন থেকেই এর শুরু। আজ তা ব্যাপক রূপ নিয়েছে বলেই সাধারণ মানুষ জানতে পারছে। তাই পবিত্র সরকারের ভুয়া ডিগ্রির ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন নয়। শিক্ষার সামগ্রিক অধঃপতনের সাথে তা জড়িত। এর বিরুদ্ধে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষানুরাগী মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই আমরা এ জিনিস বন্ধ করতে পারি।'' এ আই ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড নভেন্দু পাল বলেন, ''আমরা শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, বেসরকারীকরণ, ব্যবসায়ীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলন গড়ে তুলছি, তেমনি আগামী দিনে শিক্ষাক্ষেত্রে চূড়ান্ত দুর্নীতি, দলবাজি, ভুয়া ডিগ্রি, জাল মার্কশিটের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলব।'' কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন এ আই ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী।

গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্ক

তিনের পাতার পর

শেয়ারকে ওবিসি-র শেয়ারে রূপান্তরিত করতে হবে। এখনও সরকার এই দাবি মেনে নেয়নি। তবে জিটিবি-র দায় ঘাড়ে নেওয়ার ক্ষতিপূরণ হিসাবে আগামী তিন বছর ওবিসি-র ট্যাক্স মকুব করা হয়েছে। অর্থাৎ দুর্নীতি ও ফাটকার দায় মেটাতে সরকারি তহবিলের টাকা ঢালা হয়েছে ট্যাক্স মকুবের মধ্য দিয়ে। একদিকে আমানতকারীদের টাকা লুঠ অন্যদিকে জনগণের টাকায় গড়া সরকারি তহবিলের টাকায় ভরতুকি — দু'দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হল সাধারণ মানুষ।

সিপিএমের উভয় সঙ্কট

সিপিএম পড়েছে উভয়সঙ্কটে। সমস্ত দুর্নীতির পিছনে রয়েছে বিজেপি, এটা জেনেও তারা বড় গলায় প্রতিবাদ করতে পারছে না। কারণ তাদের সমর্থনে ক্ষমতায়-বসা কংগ্রেস সেই দুর্নীতিবাজদের আড়াল করছে। তাই 'গণশক্তি' সমস্ত ঘটনাটা রিপোর্ট আকারে ছাপলেও রাজনৈতিক স্তরে সিপিএম দলীয় মঞ্চ থেকে কেলেঙ্কারির নেপথ্য কাহিনী উদ্‌ঘাটনের দাবি জোর গলায় তুলছে না। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারকে কলঙ্ক থেকে বাঁচাতে রাজনৈতিক স্তরে তার আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে আপস করছে।

জিটিবির এই ঘটনা আবারও দেখিয়ে দিল পুঁজিবাদের বর্তমান তীব্র সঙ্কটের যুগে বেসরকারীকরণ ও তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতির পথে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিতান্তই মিথ্যাচার। দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, লুঠপাট মুক্তবাজারের অনিবার্য পরিণতি।

অনাহারে মৃত্যু নিয়ে মামলা করায় পুলিশের কোপে মানবাধিকার কর্মী

সম্প্রতি ঝাড়গ্রামের আমলাশোলে অনাহারে পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। যদিও রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত অনাহারে মৃত্যুর কথা স্বীকার করেনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সমাজসেবী সংগঠন, সাংবাদিকরা আমলাশোল এবং পাশাপাশি গ্রামগুলি পরিদর্শন করে এসে বলেছেন, শুধু ৫ জন নয়, অনাহারে মৃত্যু হয়েছে আরো অনেকের। বলেছেন, আরও অনেকেই মৃত্যুর মুখে। শুধু অন্যরা নয়, ঐ অঞ্চলের সি পি এম পঞ্চায়েত সদস্য কৈলাশ মুড়া স্বয়ং সংবাদপত্রে লিখিত বিবৃতি দিয়ে অনাহারে মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন। অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরামের প্রতিনিধিরাও আমলাশোল পরিদর্শন করে এসে এক রিপোর্টে জানিয়েছিলেন, অনাহারে ৫ জন নয়, কমপক্ষে ২৩ জন মারা গেছেন এবং এভাবে অনাহারজনিত মৃত্যু মানবাধিকার হরণের সামিল।

মানবাধিকার হরণের অভিযোগ তুলেই ঐ ফোরামের সদস্যরা তথ্য দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থের মামলা দায়ের করেছেন। এতেই সিপিএম ফ্রন্ট সরকার কীরকম প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে তা জানা গেল ২২ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ ফোরামের সদস্যদের একটি চিঠি থেকে।

গত ১ জুলাই রাজ্য সরকারের পুলিশবাহিনী মধ্যরাত্রে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই ঐ মামলায় আবেদনকারী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর চুঁচুড়ার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে হাওড়ার ডোমজুড় থানায় নিয়ে যায়। সেখানে পুলিশ অফিসাররা জয়দীপবাবুকে চাপ দিয়ে বলেন, আমলাশোল সহ সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য কেসগুলিকে তুলে নিতে হবে। শ্রী মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধ বাবা-মাকেও চুঁচুড়া থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে আটক রাখা হয়।

রাজ্য সরকার ও শাসকদলের নির্দেশেই যে পুলিশ একাজ করেছে, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আসলে সিপিএমের ভয়, সুপ্রিম কোর্টে মামলা চললে পশ্চিমবঙ্গে তাদের শাসনে গরিব মানুষের জীবনের শোচনীয় অবস্থাটা গোটা ভারতবর্ষের মানুষ জেনে ফেলবে এবং তাদের গরিবদরদী মুখোশ খসে পড়বে।

গত ২২ জুলাই, আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের সদস্য বিচারপতি ডি পি সরকার এবং অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরামের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি বিচারপতি এস এন মল্লিক বলেছেন, — 'এটি গণতন্ত্রের লজ্জা ও বাক্‌স্বাধীনতার হরণ'।

পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং মানবাধিকার নিয়ে সিপিএম দিবারাত্র যে বাগাড়ম্বর চালিয়ে যাচ্ছে, তার আড়ালে কীভাবে মানুষের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে, তার সমস্ত ঘটনা লোকচক্ষুর সামনে আসে না। দৈনিক পত্রিকায় এই চিঠিটি প্রকাশিত না হলে এই ঘটনাটিও হয়তো অন্ধকারেই থেকে যেত।

পেশাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আকাশচুম্বী ফি কমানোর দাবিতে ত্রিবান্দ্রমে সরকারি দপ্তর অভিমুখে ..... জুলাই এস ইউ সি আই মিছিল

মদের ঘাঁটি উচ্ছেদের দাবিতে নাগপুরে মহিলাদের বিক্ষোভ

মহারাষ্ট্রের নাগপুরের গ্রাম নিলডোহতে দরিদ্র খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে মদের নেশা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় পরিবারগুলি সর্বস্বান্ত হতে বসেছে। পরিবারের মহিলারা অবস্থার প্রতিকার চাইছেন। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে এম এস এস। বেআইনি মদের ঠেকগুলি অবিলম্বে তুলে দেওয়ার দাবি নিয়ে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে নিলডোহ গ্রামের মহিলারা এম আই ডি সি পুলিশ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ এবং গ্রামের কিছু কর্তাব্যক্তিরা মিছিল বানচাল করার অপচেষ্টা চালালে মহিলারা সাহস ও তেজের সঙ্গে ৫ কিমি রাস্তা হেঁটে পুলিশ থানার সামনে পৌঁছান। সেখানে জেলানেত্রী কমরেড নন্দিনী ভোণ্ডে ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত মদের ঠেক বন্ধ করার জন্য পুলিশের কাছে দাবি জানান। তিনি বলেন, দাবি মানা না হলে শুধু পুলিশের উপরমহলেই নয়, প্রয়োজনে তাঁরা বিধানসভা অভিযান করবেন। থানা কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে সমস্ত বেআইনি মদের ঘাঁটি বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পাচার হওয়া মহিলাদের উদ্ধারে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে মিছিল, বিক্ষোভ রায়গঞ্জে

মুম্বইয়ের পতিতাপল্লিতে পাচার হওয়া মহিলাদের উদ্ধারের দাবিতে এস ইউ সি আই-এর ছাত্র, যুব ও মহিলা কর্মীরা রায়গঞ্জ থানায় বিক্ষোভ দেখান ২৪ জুলাই। ইতিপূর্বে এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের চাপেই রায়গঞ্জ থানার পুলিশ মুম্বই গিয়ে অধিকা দেবশর্মাকে উদ্ধার করে আনে। কিন্তু একই সঙ্গে পাচার হওয়া আরও দুই মহিলাকে উদ্ধার করার কোন উদ্যোগই তারা নেয়নি। অবিলম্বে তাদের উদ্ধারের দাবিতে থানা অভিযানের ডাক দেয় ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং এম এস এস। গ্রামের মেয়েদের উদ্ধারের দাবিতে মিছিলে সামিল হন খলসি সহ বিভিন্ন গ্রামের দুই শতাধিক সাধারণ মানুষ। রায়গঞ্জ আদালত থেকে শুরু হয়ে মিছিল থানায় পৌঁছালে দুলাল রাজবংশী, মাধবীলতা পাল, বিপ্লব কর্মকার ও রঞ্জন সরকারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল আই সি-কে ডেপুটেশন দিয়ে বাকি মহিলাদের উদ্ধারের ও পাচারচক্রের মূল পাণ্ডা আব্দুল রেজ্জাককে গ্রেপ্তারের দাবি জানায়।

পুরুলিয়ায় বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলন

ন্যায্য মজুরি, চিকিৎসা পরিষেবা এবং ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য বৃত্তিপ্রদান প্রভৃতি ৮ দফা দাবিতে শতাধিক বিড়ি শ্রমিক পুরুলিয়া বিড়ি শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বে ২৮ জুলাই ঝালদা ডিসপেনসারিতে ডেপুটেশন দেন।

কর্তৃপক্ষ বিড়ি শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজের বৃত্তির ফর্ম ডিসপেনসারিতেই সরাসরি জমা নিতে বাধ্য হন, এতদিন যা স্কুল-কলেজের মাধ্যমেই গৃহীত হত। এছাড়া যেসব চিকিৎসা ইউনিট বন্ধ ছিল তা পুনরায় চালু করার আশ্বাস দেওয়া হয় এবং নতুন কয়েকটি জায়গায় ইউনিট চালুর প্রয়োজনীয়তার কথা কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন।

পুরুলিয়া বিড়ি শ্রমিক সংঘের আহ্বায়ক রঙ্গলাল কুমার বলেন, বিড়ি শ্রমিকদের বহু অপূরিত দাবি আদায়ের জন্য আগামী দিনে বৃহত্তর বিড়ি শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

ভুবনেশ্বরে এ আই ডি এস ও'র বিক্ষোভ

'শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার সরকারকে নিতে হবে' — এই ধ্বনি তুলে গত ২২ জুলাই এ আই ডি এস ও'র ওড়িশা রাজ্য কাউন্সিলের আহ্বানে এক বিশাল ছাত্র মিছিল ভুবনেশ্বর রেলওয়ে স্টেশন থেকে রাজ্য বিধানসভা ভবনের সামনে সমবেত হয়। শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার ছাত্র ও অভিভাবকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা বন্ধ করার দাবি নিয়ে উপস্থিত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদের সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড রাজেন্দ্র বর্মা। বিধানসভা চলাকালীন আহূত এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে বিধানসভা থেকে আসেন এস ইউ সি আই বিধায়ক কমরেড শম্ভুনাথ নায়েক। এ আই ডি এস ও'র ওড়িশা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্রের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি বন্ধ করা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সাময়িক বা চুক্তির ভিত্তিতে নয়, স্থায়ী শিক্ষক ও অধ্যাপক নিয়োগ, প্রাথমিক স্কুলগুলিতে যথাসময়ে বই

পাঠানোর ব্যবস্থা, ডিপিইপি বাতিল, কলেজগুলিকে স্বয়ংশাসিত করার প্রস্তাব বাতিল, পরীক্ষা ব্যবস্থায় তুঘলকি কাণ্ড বন্ধের দাবি এবং মেডিকেল কলেজগুলিতে আসন সঙ্কোচনের বিরোধিতা করে ১৭ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকপত্র রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হয়। স্মারকপত্রে সম্প্রতি প্রস্তাবিত কুৎসিত 'মিস্ ওড়িশা' প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রতিবাদ করা হয়। কটকের এরাঞ্চা কলেজের একটি ছাত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করা হয়।

মুর্শিদাবাদে শ্রমিক-কর্মচারীদের স্টাডি ক্লাস

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে ২৪ জুলাই বহরমপুর শহরে পেনসনার্স অ্যাসোসিয়েশন হলে জেলার শ্রমিক-কর্মচারীদের স্টাডি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন ইউ টি ইউ সি-এল এসের সর্বভারতীয় কমিটির অন্যতম সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা।

বিড়ি, মোটর পরিবহন, বিদ্যুৎ, ব্যাঙ্ক, রিক্সাভ্যান সহ সংগঠিত ও অসংগঠিত শিল্প ও সরকারি সংস্থার দেড় শতাধিক প্রতিনিধি স্টাডি ক্লাসে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে নারীশ্রমিকের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য।

কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা তাঁর আলোচনায় শ্রমিক আন্দোলনের দীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাস বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ৮ ঘণ্টার শ্রমদিবসের দাবিতে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক সংগ্রামের মহত্ত্ব তুলে ধরেন। শ্রেণীসংগ্রামের বুনিয়াদী ধারণাগুলির পাশাপাশি ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর ওপর মালিকশ্রেণী তথা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আক্রমণ, বেকারি-ছাঁটাই-বাধ্যতামূলক অকাল অবসরের কারণ, বিশ্বায়ন ও বেসরকারীকরণের পরিণাম প্রভৃতি প্রসঙ্গে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও তার ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাগুলি তুলে ধরেন।

প্রসঙ্গক্রমে মুর্শিদাবাদ জেলায় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক স্বর্ণশিল্পী আন্দোলন, জঙ্গিপুরের তারাপুর ও অটোয়াল কোম্পানির শ্রমিকদের সংগ্রাম; মোটর পরিবহন শ্রমিকদের লড়াই এবং বিড়ি শ্রমিকদের প্রতিরোধ সংগ্রামের গৌরবময় অধ্যায়গুলি তুলে ধরেন। তিনি দেখান মুনাফার লালসায় বিড়ি শিল্পে কীভাবে দেশি এমনকী বিদেশি পুঁজির দাপট বাড়ছে, বিড়ি বাঁধার মেশিন বসিয়ে মুনাফা বৃদ্ধির চক্রান্ত চলছে যার ফলে লক্ষ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক কাজ হারাবার আশঙ্কার মধ্যে পড়েছে।

উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের সুযোগে মালিকশ্রেণী নগ্নভাবে যে তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আনছে তার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আরও বেশি করে আন্দোলনে নামার এবং আপসমুখী শ্রমিক সংগঠনগুলির শ্রমিকস্বার্থবিরোধী চরিত্রকে বুঝে নিয়ে ইউ টি ইউ সি-এল এসকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

লালগোলা, জঙ্গিপুর, ধূলিয়ান, সূতি, ভগবানগোলা, হরিহরপাড়া, নওদা, বেলডাঙ্গা, চক-ইসলামপুর, ডোমকল, জিয়াগঞ্জ ও বহরমপুর থানা এলাকার বহু দূর-দূর অঞ্চল থেকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে শ্রমিক-কর্মচারীরা ক্লাসে এসে প্রশ্ন রাখেন ও গভীর মনোযোগের সঙ্গে আলোচনা শোনেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এ আই ডি এস ও'র শিক্ষাশিবির

এ আই ডি এস ও'র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ২৪-২৫ জুলাই বহড়ুতে দু'দিনব্যাপী রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করে। কমরেড শিবদাস ঘোষের 'গণআন্দোলনের সমস্যা ও ছাত্রদের কর্তব্য' ভাষণটির টেপরেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হয়। এই শিক্ষাশিবিরে আলোচনা করেন এস ইউ সি আই'-এর বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই এস ইউ সি আই-এর শক্তির উৎস

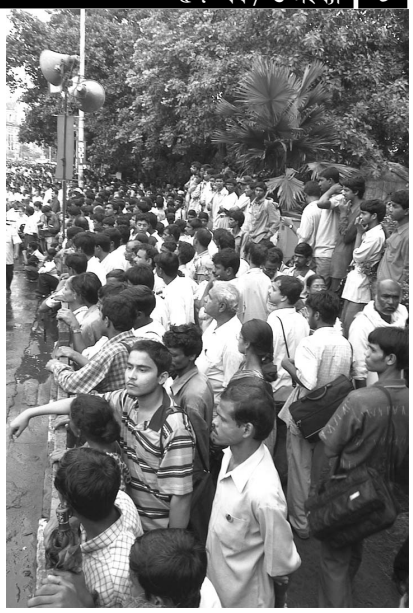

রানি রাসমণি রোডে মঞ্চের পাশে জনাকীর্ণ ফুটপাত

পাঁচের পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গে দু'টি ও ওড়িশায় একটিমাত্র এম এল এ, তারও কোনও প্রচার নেই, তাহলে কিসের জোরে আপনারা লড়ছেন ?

এই যে আজকের সভায় বৃষ্টি মাথায় করে হাজার হাজার মানুষ এসেছেন, তা কিসের আকর্ষণে ? অনেকেই জানেন, ২০০১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সি পি এম নেতারা আমাদের সাথে সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমরা রাজি হলে এম এল এ বাড়তো, মন্ত্রীত্বও পেতাম। কিন্তু আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। আমরা জানি, আমাদের দীর্ঘদিনের জেতা দু'টি এমএলএ আসনও হয়তো সি পি এম রাখতে দেবেনা। কিন্তু তাতে কী আমাদের লড়াই থেমে যাবে ? আমরা শেষ হয়ে যাব ? কখনই না। সি পি এম আমাদের বহু নেতা-কর্মীকে খুন করেছে। ঐ রক্ত থেকেই নতুন কর্মী জন্ম নিচ্ছে, এটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। আমাদের এই শক্তির উৎস হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। তিনি বারবার বলেছেন, এম এল এ, এম পি একটাও না পাও না পাবে, কিন্তু নির্বাচনে সিট পাওয়ার জন্য নীতি বিসর্জন দেবেনা, জনস্বার্থ রক্ষার পথ ত্যাগ করবে না, জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তাঁর শিক্ষা নিয়েই আমরা চলছি এবং চলব। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, বিপ্লবী চরিত্রের মূল কথা উন্নত রুচিসংস্কৃতির মান। মিথ্যা কথা বলা, চালাকি করা, পদের লোভ — এসব তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। তাই বলেছেন, শুধু স্লোগান নয়, চরিত্রের সাধনা চাই। আমাদের দলে কর্মীদের প্রতিদিনকার আচার-আচরণ, পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা দেখা হয়। এ দলে ডিগ্রি, বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা, নাম-ডাক — এসব মানদণ্ডে নেতা নির্ধারিত হয় না। এখানে দেখা হয়, ব্যক্তিবাদী মানসিকতা থেকে একজন কতটা মুক্ত, দলের প্রতি, আদর্শের প্রতি একজন কতটা বিশ্বস্ত। এ কারণেই কমরেড নীহার মুখার্জীর মতো, কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর মতো, এবং এরকম আরও কিছু বড় চরিত্র কমরেড ঘোষ সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ব্যক্তিস্বার্থ গৌণ, সামাজিক স্বার্থ মুখ্য — এই নৈতিকতা দিয়ে ফরাসী বিপ্লব হয়েছে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছে, এমনকি রাশিয়া ও চীনের বিপ্লবেও এটা বহুলাংশে কাজ করেছে। এ হল বুর্জোয়া মানবতাবাদী নৈতিকতা। বুর্জোয়া গণতন্ত্র এসেছিল ব্যক্তিবাদ, ব্যক্তির অধিকার, ব্যক্তির মর্যাদাকে ভিত্তি করে। এই ব্যক্তিবাদ, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চরিত্র দিয়েছে। কিন্তু আজ যখন পুঁজিবাদ চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গিয়ে সমস্ত প্রগতির সামনে বাধা, তখন ব্যক্তিবাদ আর বড় চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে না। আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজির মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফা চাই-ই, তার জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হোক, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে না খেয়ে মরুক, তাদের পরিবারগুলি ধ্বংস হোক, এসব নিয়ে তার কোনও দায় নেই। এখান থেকেই আসছে সম্পূর্ণ সামাজিক দায়দায়িত্ববর্জিত হীন ব্যক্তিস্বার্থে যা খুশি তাই করার মন ও অধিকারের ধারণা — আমার মন যা চায় সেটাই সত্য, তাতে সমাজের ভাল না মন্দ, এনিয়ে আমি ভাবব না। এটাই ব্যক্তির মধ্যে সাধারণভাবে কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধের ধারণাকে ধ্বংস করছে, তাকে সমাজবিমুখ চরম স্বার্থপর করে দিচ্ছে। তাই আজ আর পুরনো বুর্জোয়া মানবতাবাদী নৈতিকতা নিয়ে চললে উন্নত বিপ্লবী চরিত্র সৃষ্টি হবেনা। আজ বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করতে হলে সামাজিক স্বার্থ থেকে ব্যক্তিস্বার্থকে শুধু গৌণ করলে চলবে না, ব্যক্তিস্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে। সামাজিক স্বার্থই ব্যক্তিস্বার্থ — এই স্তরের চরিত্র অর্জন করতে হবে। না হলে আজ আমাদের দেশেও বিপ্লব সফল করা যাবে না। রাশিয়া, চীনের ক্ষেত্রেও কমরেড ঘোষ বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র হওয়ার পরও যদি আজকের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবাদের স্তরে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম, অর্থাৎ সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থকে বিলীন করে দেওয়ার সংগ্রামটা সাফল্যের সঙ্গে করা না যায়, তবে সমাজতন্ত্র সংকটে পড়বে। বাস্তবে ঘটলও তাই।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, যে বুর্জোয়ারা ইতিহাসে একদিন ধর্মীয় অধ্যাত্মবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে লড়েছিল, আজ সেই বুর্জোয়াদের হাতেই ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদ একটা হাতিয়ার, যা দিয়ে তারা শোষিত মানুষের মুক্তির লড়াইকে দুর্বল করে দিতে চায়। শিল্পে, কৃষিতে বুর্জোয়ারা বিজ্ঞান চায়, আরও মুনাফার জন্য আধুনিক মেশিন চায়, কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান চলবে না। দর্শন-নৈতিকতা-আদর্শ-মূল্যবোধের প্রশ্ন এলেই বুর্জোয়ারা বিজ্ঞান ফেলে ধর্ম, অধ্যাত্মবাদে উৎসাহ দিয়ে মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়। এর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য মার্কসবাদের প্রয়োজন। আমরা যদি চাই বাজার অর্থনীতি চলুক, শোষণ-বেকারি-অনাহার-অনাচার চলুক, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ঝাণ্ডা উড়িয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর প্রবল আক্রমণ চলুক, তাহলে ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদ নিয়ে চললে ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি উল্টোটা বুঝতে চাই, বাজার অর্থনীতির ভবিষ্যৎ, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের আসল চেহারা বুঝতে চাই, শোষণ বঞ্চনার থেকে মুক্তি চাই, তাহলে সেই রাস্তার সন্ধান গীতা, কোরান, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ-উপনিষদে পাওয়া যাবে না ; সেজন্য মার্কসবাদকে জানতে হবে। মার্কসবাদ ছাড়া আর কোন দর্শনেই আজকের সমস্যাগুলো থেকে মুক্তির রাস্তা পাওয়া যাবে না।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, যেসব দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেখানে ছাঁটাই, বেকারি, অনাহার ছিল না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে কাজ দিতে পারেনা, মানুষ সেখানে না খেয়ে মরে। আর সমাজতন্ত্র বলেছিল, কর্মক্ষম মানুষ কাজ না করলে শাস্তি পাবে। এই সমাজতন্ত্র রাশিয়ায়-চীনে ভেঙে গেল, একথা ঠিক। কিন্তু এই বিপর্যয় আকস্মিক নয়। সকল মহান মার্কসবাদী নেতাই বলেছেন, পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের পথে সমাজতন্ত্র হচ্ছে অন্তর্বর্তী স্তর, সেখানে আবার পুঁজিবাদ ফিরে আসার বিপদ সবসময় থাকবে। রাশিয়ায় লেনিন, স্ট্যালিন, চীনে মাও সে-তুঙ-এর মৃত্যুর পর এটা ঘটল পরবর্তী নেতৃত্বের বিচ্যুতি ও অধঃপতনের জন্যই। এজন্য মার্কসবাদ দায়ী নয়। যেমন মার্কসবাদী নাম নিয়ে সি পি এম যে পুঁজিবাদের সেবা করে চলেছে, সেজন্য কি মার্কসবাদকে দায়ী করা চলে ?

এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানবজাতির অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে সমাজতন্ত্র আলো এনেছিল, স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পরাস্ত করে সমাজ-সভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। আজ বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আমেরিকাকে ঠেকানো গেল না, তারা ইরাক আক্রমণ করল। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকলে আমেরিকা এটা করতে পারত কি ? ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকাকে পালাতে হয়েছিল, কারণ অনেক দুর্বলতা নিয়েও সেদিন সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, নতুন আদর্শকে চূড়ান্ত জয় অর্জন করার জন্য বহু বছর লড়তে হয়। পুঁজিবাদ ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে কয়েক শত বছর লড়াই হয়েছে। সেখানে সমাজতন্ত্রের বয়স তো মাত্র ৭০/৭৫ বছর। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জন্ম যেহেতু সমাজ পরিবর্তনের বাস্তব নিয়ম থেকেই, সামাজিক প্রয়োজন থেকেই, তাই সমাজতন্ত্রের জন্য আবারও লড়াই হবে। পুঁজিবাদ কখনই শেষ কথা বলতে পারে না। খোদ রাশিয়ায়, ইউরোপের নানা দেশে লড়াই আবার শুরু হয়েছে। রাশিয়ায় স্ট্যালিনগ্রাদের নাম মুছে দিয়েছিল, আবার তা ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। দেশে দেশে এই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে জানতে ও চর্চা করতে হবে। আমরা দেশে যে গণআন্দোলনগুলো গড়ে তুলছি, স্তরে স্তরে গণকমিটি গড়ে সেই আন্দোলনগুলোকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দাবি আদায় হোক, না-হোক, আন্দোলন করতে হবেই। কারণ, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনই সমাজের বিবেক-মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে রাখতে পারে, উন্নত চরিত্র দিতে পারে। সাথে সাথে রাজনৈতিক চেতনার মান বাড়াতে হবে, সাংগঠনিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটাতে হবে।

তিনি বলেন, ১৯৭৬ সালের ৫ই আগস্ট যে শপথ আমরা নিয়েছিলাম, তার সাথে মিশে আছে আমাদের দেশের সকল বড় মানুষের স্বপ্ন। এক মহান সংগ্রামের আমরা সৈনিক, যে সংগ্রামের আদর্শগত অমোঘ হাতিয়ার কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের দিয়ে গেছেন। আমাদের দায়িত্ব সেই হাতিয়ারকে সবর্দা সজীব রেখে নিজেদের উন্নত বিপ্লবী রূপে গড়ে তোলা এবং এই মহান আদর্শকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া। এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারলেই আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য ছাত্র হতে পারব।

কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণের পর আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভা সমাপ্ত হয়।

৬ আগস্ট হিরোসিমা দিবসে কলকাতার এসপ্লানেডে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের মিছিলে আনবিক বোমার কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করছেন ফোরামের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক গৌরীশংকর ঘটক

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net